Sukanta Ghosh 20/11/18

ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL
A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION
3rd Term Test – 2018

Sub: Bengali Grammar **Class: 7** **F.M: 90**

Duration: 2hours 30 minutes **Date: 15.11.2018**

Model Answer

বিভাগঃ ক (২৫)

১. **সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখঃ-** (১×৫=৫)

১.১ যা ভাবা যায় না, তাকে এককথায় বলা যায় -

ক অভাবনীয়

১.২ ময়ূরের ডাক,তাকে এককথায় বলা যায়--

খ কেকা

১.৩ মাটি দ্বারা নির্মিত, কে এককথায় বলা যায়

ক মৃণ্ময়

১.৪ যা কালের নিয়মে নষ্ট হয়,তাকে এককথায় বলা যায়—

গ নশ্বর

১.৫ যা পড়া হয় নি, তাকে এককথায় বলা যায়----

ঘ অপঠিত

২. **নিচের বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্য পদে পরিবর্তন করোঃ-** (১×৮=৮)

বিশেষণ	বিশেষ্য
২.১ তরল	তারল্য
২.২ অতিথি	আতিথ্য
২.৩ চতুর	চাতুর্য
২.৪ অনুগত	আনুগত্য
২.৫ লাল	লালিমা
২.৬ কুঁড়ে	কুড়েমি
২.৭ বাবু	বাবুয়ানা
২.৮ অলস	আলস্য

৩. **সঠিক বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করে বাঁদিক ও ডানদিকের শব্দ মিলিয়ে লেখঃ-** (১×৮=৮)

বাঁদিক	ডানদিক
৩.১ বিষ	ঙ. অমৃত
৩.২ ভালো	ক. মন্দ
৩.৩ মান	জ. অপমান
৩.৪ মৌখিক	চ. লিখিত
৩.৫ শূণ্য	খ.পূর্ণ

৩.৬ সুর	ছ.অসুর
৩.৭ স্থাবর	ঘ.জঙ্গম
৩.৮ হ্রস্ব	গ. দীর্ঘ

৪. **নিচের প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দ গুলির ভিন্ন অর্থ লেখঃ-** (১×৪=৪)

৪.১ শারদা = দুর্গা ,সারদা = সরস্বতী

৪.২ শঙ্কর = মহাদেব , সঙ্কর = মিশ্রণ / মিশ্র জাতি

৪.৩ সর্গ = কাব্যের অধ্যায় , স্বর্গ = দেবলোক / সুরলোক

৪.৪ মুখ্য = প্রধান ,মূর্খ = নির্বোধ

বিভাগঃ খ (২৫)

১. **নিচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাওঃ-** (২×৫=১০)

১.১	সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উঃ – যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি , স্থান , নদী পর্বতের নাম বোঝায় তাকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদ বলে।
১.২	বিশেষণের তারতম্য কাকে বলে? উঃ- যে নিয়ম দ্বারা বিশেষণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝায় তাকে বিশেষণের তারতম্য বলে
১.৩	-তর এবং-তম প্রত্যয় যোগে দুটি করে শব্দ গঠন করো। উঃ – তর যোগে দুটি শব্দ হল – উন্নততর , বৃহত্তর তম যোগে দুটি শব্দ হল –প্রাচীনতম , ক্ষুদ্রতম
১.৪	দুটি সাকল্যবাচক সর্বনামের উদাহরণ,বাক্যে প্রয়োগ করে দেখাও। উঃ – সব জীবেরই মৃত্যুভয় আছে। সকল জীবের প্রতি ভালবাসা থাকা উচিৎ।
১.৫	ক্রিয়া বিশেষণ কাকে বলে? উঃ- যে বিশেষণ পদ ক্রিয়া পদের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে

২. **যেকোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ-** (৩×৫=১৫)

২.১	কারক কাকে বলে?উদাহরণ দাও উঃ- বাক্যে ক্রিয়া পদের সঙ্গে অন্যান্য পদের সম্পর্ককে কারক বলে। যেমন – হাত দিয়ে ভাত খাই।- এই বাক্যে খাই এর সঙ্গে অন্যান্য পদগুলির সম্পর্ককে কারক বলে।
২.২	অপাদান ও অধিকরণ কারক কাকে বলে?উদাহরণ দাও। উঃ-যা কোনো ঘটনার উৎপত্তি-স্থান তাকে অপাদান কারক বলে। / ক্রিয়াকে ‘ কি থেকে’ , কোথা থেকে’ প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন – বাঘ থেকে ভয় হয়। যে স্থানে , বিষয়ে , অবস্থায় , বা কালে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে অধিকরন কারক কলে। / ক্রিয়াকে ‘ কোথায়’ , ‘কখন’ , ‘কবে’ , ‘কিসে’ দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন – জলে থাকে মাছ।
২.৩	অনুকারসূচক অব্যয় কাকে বলে?দুটি উদাহরণ দাও।

	উঃ- যেসব অব্যয় সাধারনত 'কর' বা অন্য কোন ধাতুর সঙ্গে অথবা' শব্দ , ধ্বনি , রব' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে ক্রিয়া বিশেষণের ভাব প্রকাশকরে তাকে অনুকারসূচক অব্যয় বলে। যেমন – কুহু কুহু , খাঁ খাঁ
২.৪	কর্ম কারক এবং সম্প্রদান কারকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো। উঃ- ক্রিয়াকে 'কি' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে কর্ম কারক বলে কিন্তু স্বত্ব ত্যাগ করে যাকে কিছু দান করা যায় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।
২.৫	সম্বোধন পদ কে কি কারক বলা যায়?মন্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দাও। উঃ- সম্বোধন পদ কে কারক বলা যায় না। কারন সম্বোধন পদের সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়া পদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।
২.৬	-ঈয়স এবং –ঈষ্ট প্রত্যয় কখন ব্যবহৃত হয়?উদাহরণ দাও। উঃ- দুইএর মধ্যে তুলনা বোঝাতে ঈয়স প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনা বোঝাতে ইষ্ট প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন – গুরু > গরীয়ান > গরিষ্ট
২.৭	কর্ম কারক এবং করণ কারক নির্ধারণের জন্য ক্রিয়া পদকে কি দিয়ে প্রশ্ন করতে হয়,তা উদাহরণের সাহায্যে বোঝাও। উঃ- কর্মকারক নির্ধারণের জন্য ক্রিয়া পদকে ' কি ' অথবা ' কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। যেমনঃ- 'আমি ভাত খাব' বাক্যটির ক্রিয়াকে ' কি ' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় 'ভাত' । তাই ভাত কর্মকারক। করনকারক নির্ধারণের জন্য ক্রিয়া পদকে ' কি দিয়ে ' অথবা ' কিসের দ্বারা ' দিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। যেমনঃ- 'আমি হাত দিয়ে ভাত খাব' বাক্যটির ক্রিয়াকে ' কি দিয়ে ' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় 'হাত দিয়ে ' । তাই ' হাত দিয়ে' হল করনকারক।

বিভাগঃ গ (৪০)

২. যেকোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখঃ- (১×১৫=১৫)

২.১ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

উঃ- পাঠ্য ব্যাকরণ বইএর ১৩৩ -১৩৫ পাতা।

২.২ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উঃ- পাঠ্য ব্যাকরণ বইএর ১৩৮ -১৩৯ পাতা।

৩. যেকোন একটি বিষয়ে পত্র রচনা করোঃ- (১×১৫=১৫)

৩.১ তোমার এলাকায় নিরক্ষতা দূরীকরণে তুমি কি ভূমিকা নিয়েছিলে, তা জানিয়ে বন্ধু কে একটি চিঠি লেখো।

- ঠিকমত নিয়ম পালন করে চিঠি লিখতে হবে।

৩.২ সম্প্রতি কেরল বন্যা দুর্গতদের প্রতি তোমার সামাজিক দায়িত্ববোধ কী,তা জানিয়ে ছোট বোন কে একটি চিঠি লেখ

- ঠিকমত নিয়ম পালন করে চিঠি লিখতে হবে।

৪. নীচে দাগ দেওয়া পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করোঃ- (১×১০=১০)

১	**বিড়ালটি** ঘুমিয়ে আছে। **বিড়ালটি** = কর্তৃ কারক , 'টি' অনুসর্গ যুক্ত
২	আমি একটা **পুতুল** কিনেছি।

	পুতুল = কর্মকারক , শূন্য বিভক্তি
৩	**অন্ধজনে** দেহ আলো। অন্ধজনে = নিমিত্তকারক , 'এ' বিভক্তি
৪	**পরিশ্রম দ্বারাই** জীবনে সফলতা পাওয়া যায়। পরিশ্রম দ্বারাই = করন করক , 'দ্বারা' অনুসর্গ
৫	**বিদ্যায়** বৃহস্পতি বিদ্যায় = অধিকরণ কারক , ' য় ' বিভক্তি
৬	**রোগে** ওষুধ দরকার। রোগে = অধিকরণ কারক , ' এ' বিভক্তি
৭	**গাছ থেকে** ফল পড়ে। গাছ থেকে = অপাদানকরক , 'থেকে' অনুসর্গ
৮	**পুরীতে** সমুদ্র আছে। পুরিতে = অধিকরণ কারক , ' তে' বিভক্তি
৯	**গীতা** সন্ধ্যা থেকে পড়ছে। গীতা = কর্তৃকারক , শূন্য বিভক্তি
১০	**তিল থেকে** তেল হয়। তিল থেকে = অপাদানকরক , 'থেকে' অনুসর্গ